SIBL NEWSLETTER

A publication of Marketing, Branding & Communications Division

Issue No: 08/13, Publication Date: 25.03.2013

‘ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট’ এর দুই নির্বাহীর সাথে এসআইবিএল এর মতবিনিময়

বিশ্বায়নের এই যুগে মানুষের প্রতিটি চাহিদা ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে । মানচিত্রের সীমারেখা অতিক্রম করে অর্থনীতি পাড়ি দিচ্ছে তের নদী, সাত সমদ্দুর। যত বেশী তথ্য সংগ্রহে আনা যাবে, ততই সঠিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। মূলতঃ এই সূত্রেই গাঁথা প্রায় বিশ্বের প্রতিটি দেশের আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থা।

এ উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতায় ‘ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট’ এর দুই জন নির্বাহী Njamh Earley (Project Director) এবং Benjamin Gavina (Editorial Director) এসেছিলেন SIBL ব্যাংকে। তারা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: শফিকুর রহমান এবং উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.এম.এম. ফরহাদ এর সাথে সাক্ষাতকারে ২০১১-২০১২ সনের ব্যাংকের

Rationalized Input Templates (RIT) এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইন্সপেকসন এর নির্দেশনা মোতাবেক এসআইবিএল আইটি ডিভিশন ২৫ মার্চ,২০১৩ তারিখে ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ে Rationalized Input Templates (RIT) এর উপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি Enterprise Data Warehouse স্থাপন করেছে। যেখানে বাংলাদেশের

সকল ব্যাংক তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের Web portal এর মাধ্যমে CSV (Coma Separate Value) Format ব্যবহার করে দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসকল তথ্য সংরক্ষণ ও সমন্বয় করে গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করবে। এ সকল তথ্য ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ যেন নির্ভূলভাবে

growth এবং performance নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। SIBL এর এই সমৃদ্ধির পেছনে সকলের একাত্ম প্রচেষ্টাকেই প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

এছাড়াও ব্যাংকের বর্তমান উল্লেখযোগ্য খাতসমূহের সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ব্যাংকের উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক Trade finance, SME এবং Agriculture খাতসমূহকে ব্যাংকের 'সম্মুখ চাকা' হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি Green Banking এর মাধ্যমে সোনার বাংলাকে "সবুজে ঘেরা স্বর্গপুরী" তে রূপান্তরের প্রত্যয়ে সদা প্রচেষ্ট থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

Inclusive Banking এর মাধ্যমে ব্যাংকের আওতাধীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে SIBL এর পল্লী শাখা সম্পর্কেও বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। মোবাইল ব্যাংকিং এবং এজেন্ট ব্যাংকিং দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ১০০% জনগোষ্ঠীকে ব্যাংক খাতের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব।

বিদেশী অতিথিদের আধুনিক ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে BACH, BFTN এবং বিভিন্ন Remittance Software ব্যবহারের কথা উল্লেখপূর্বক

Rationalized Input Templates এ প্রেরন করতে পারে সেই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চারজন উর্ধ্বতন নির্বাহী এসআইবিএল এর

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব আমির হোসেন পাঠান, সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট, ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, জনাব মনোজ কুমার হাওলাদার- যুগ্ম পরিচালক ডিবিআই-১, জনাব প্রশান্ত কুমার দেব - যুগ্ম পরিচালক ডিবিআই-১ এবং জনাব মোঃ রেজাউল হাসান, সহকারী পরিচালক ডিবিআই- ১। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.এম.এম. ফরহাদ, এসআইবিএল ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট এর প্রিন্সিপাল জনাব আবু সাদেক মোঃ সোহেল এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ.এম.এম. ফরহাদ বলেন, বাংলাদেশের সমন্বিত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সঠিক ভাবে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের জন্য যে উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বনানী ও ধামরাই শাখার তিন কর্মকর্তার গিফ্‌ট হ্যাম্পার অর্জন

কাজ মানুষের সফলতার পথকে সুগম করে । আর তার স্বীকৃতি কাজ করার উৎসাহ যোগায়। ব্যাংকের চলমান ক্যাম্পেইন "স্বাধীনতার মার্চ মাস, গ্রাহক সেবা বারো মাস - বৈশাখ মাসের প্রথম দিন, গ্রাহক সেবা প্রতিদিন"- এ আমরা গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের পাশাপাশি এই চলমান ক্যাম্পেইনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শাখাগুলো থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি।

অনেকগুলো শাখা আমাদের কাছে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণী পাঠিয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ইতোমধ্যে ধানমন্ডি শাখা ও মৌলভীবাজার শাখার কর্মকর্তাদের আমারা পুরস্কৃত করেছি। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাদেরকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের হাতে গিফট হ্যাম্পার তুলে দেন।

SIBL কে Most Modern and Technology based Islami Bank হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এই ধারাবাহিকতায় আগামী ৫ বছরে SIBL Bank কে Most Expending Bank হিসেবে আবির্ভূত হবার আশা ব্যক্ত করেন।

সভায় পরিসমাপ্তিতে, SIBL এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতি টানেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.এম.এম. ফরহাদ একই সাথে তার দীপ্ত আশার কথা ব্যক্ত করেন। একটা সময় ছিল যখন মানুষ টাকা ব্যবহার করত না, ছিল সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতি নির্ভর। কি জানি হয়ত অদূর ভবিষ্যতে একটা সময়ও আসতে পারে যখন কাগজের নোট মানুষ ব্যবহার করবেনা। তবে এটুকু নি:সন্দেহে বলা যায় সময় যেমনি আসুক সর্বদা সর্বাধুনিক আয়োজন নিয়েই SIBL সবার তরে থাকবে সবচেয়ে সম্মুখে।

অগ্রজদের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন অনেকেই। এবারে বনানী শাখার জনাব ফকির নাজমূল আলম ২৪টি, ধামরাই শাখার জনাব মোঃ কোহিনুর ইসলাম ২৩টি এবং মোঃ লুৎফর রহমান ২২টি হিসাব খুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের হাতে গিফ্‌ট হ্যাম্পার তুলে দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.এম.এম.ফরহাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও যারা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তাদের কাছে আমরা খুব শীঘ্রই গিফ্‌ট হ্যাম্পার পৌঁছে দিব। অনেকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ণ উদ্যোমেএগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আশা করছি অতি শীঘ্রই আবার বিজয়ীদের হাতে গিফ্‌ট হ্যাম্পার তুলে দিতে পারব।